মিয়ানমার বনাম গাম্বিয়ার গণহত্যা সংবিধান ভঙ্গের মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশকে স্বাগত জানালেন মহাসচিব

গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংবিধান ভঙ্গের মামলায় (গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার), অন্তর্বর্তীকালীন জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আবেদনে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশকে স্বাগত জানিয়ে আজ জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের প্রতিনিধি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন:

গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত যে অন্তর্বর্তীকালীন জরুরি পদক্ষেপের আদেশ দিয়েছে তাকে মহাসচিব স্বাগত জানিয়েছেন।

মহাসচিব এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন যে আদালত সর্বসম্মতভাবে মিয়ানমারকে গণহত্যা সংবিধান অনুযায়ী তার সীমানার মধ্যে রোহিঙ্গাদের হত্যা করা, শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতি করা, এই জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জীবন অসহনীয় করে তোলা এবং তাদের জন্মদান রোধের উদ্দেশ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করা থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে এই সংবিধানের ২ নং বিধির আওতাধীন অপরাধের সংঘটন রোধ করতে "যথাসাধ্য ব্যবস্থাগ্রহণের" আদেশ দিয়েছে।

সেই সাথে তিনি আদালত যে মিয়ানমারকে তার সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী পরিচালিত বা তার সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর পরিচালিত সংস্থা ও ব্যক্তিরা যাতে গণহত্যার ষড়যন্ত্র, সরাসরি বা জনসমক্ষে গণহত্যার প্ররোচনা দেয়া, গণহত্যার প্রচেষ্টা করা এবং গণহত্যায় মদত দেয়া সহ উল্লিখিত অপরাধগুলি না করে তা নিশ্চিত করার আদেশ দিয়েছে সেই বিষয়টিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এছাড়াও, মহাসচিব এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন যে আদালত মিয়ানমারকে গণহত্যা সংবিধান ভঙ্গ করার অভিযোগের সাক্ষ্যপ্রমাণ রক্ষা করার এবং অন্তর্বর্তী আদেশ কীভাবে পালন করা হচ্ছে তা আদালতকে নিয়মিতভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

মহাসচিব আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। এছাড়াও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংবিধান এবং আদালতের বিধান অনুযায়ী আদালতের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক এবং তিনি বিশ্বাস রাখেন যে মিয়ানমার আদালতের আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করবে।

আদালতের বিধান অনুযায়ী মহাসচিব অবিলম্বে আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপের আদেশ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠাবেন।

<u>গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংবিধান ভঙ্গ করার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলায় যে অন্তর্বর্তী পদক্ষেপগুলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে</u>

আদালত,
নিম্নলিখিত অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপের আদেশ দিচ্ছে:

(১) সর্বসম্মতভাবে,
মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংবিধান অনুযায়ী তার সীমানার মধ্যে রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে এই সনদের ২ নং বিধির আওতাধীন সকল অপরাধ রোধ করতে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, বিশেষত:

(ক) গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা;

(খ) গোষ্ঠীর সদস্যদের শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা;
(গ) গোষ্ঠী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের জীবন অসহনীয় করে তোলা; এবং
(ঘ) গোষ্ঠীর মানুষের জন্মদান রোধের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা;

(২) সর্বসম্মতভাবে,
মিয়ানমার প্রজাতন্ত্রকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে তার সীমানার মধ্যে সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী পরিচালিত বা তার সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে এমন সংস্থা ও ব্যক্তিরা যাতে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পয়েন্ট (১)-এ উল্লিখিত কাজগুলি না করে বা গণহত্যার ষড়যন্ত্র না করে, সরাসরি বা জনসমক্ষে গণহত্যার প্ররোচনা না দেয়, গণহত্যার প্রচেষ্টা না করে বা গণহত্যায় মদত না দেয়;

(৩) সর্বসম্মতভাবে,
মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত সংবিধানের ২ নং বিধির আওতায় যে অভিযোগগুলি করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ধ্বংস রোধ করবে এবং সেগুলি রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৪) সর্বসম্মতভাবে,
মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র চার মাসের মধ্যে এবং তারপরে, আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস অন্তর আদালতকে জানাবে যে এই আদেশ পালন করার জন্য কোন পদক্ষেপগুলি নেয়া হয়েছে।